25

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 03 JUN 1997 ...
পৃষ্ঠা ...১... কলাম ...2...

চ.বি.'তে দুই-গ্রুপের বন্দুকযুদ্ধে ১৫ জন আহত

চট্টগ্রামে ছাত্রলীগের কোন্দল চরমে ॥ যে কোন মুহূর্তে বড় ধরনের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের আশঙ্কা

মোয়াজ্জেমুল হক, *চট্টগ্রাম অফিস*

বন্দর নগরী চট্টগ্রামের ছাত্র রাজনীতিতে ছাত্রলীগের অন্তর্কলহ যুদ্ধংদেহী তৎপরতায় রূপ নিয়েছে। অভিভাবক রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সিদ্ধান্তহীনতার বদলে ক্ষেত্র বিশেষে উস্কে দেয়ার মনোবৃত্তি যে কোন মুহূর্তে বড় ধরনের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ঘটে যেতে পারে। কখন কোন নেতা বা কর্মীর প্রাণ সংহার হবে তা বলা মুশকিল। মহানগরীতে ত্রিমুখী গ্রুপিং-এর কারণে গত ৫ মাসে ৬ ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। সর্বশেষ সরকারী সিটি কলেজ ছাত্রলীগ নেতা আশিককে শুক্রবার প্রকাশ্য দিবালোকে এক ব্যস্ততম সড়কে গুলি করে হত্যা করার পর

(১৫ পৃষ্ঠা ৫ কঃ দেখুন)

চট্টগ্রামে ছাত্রলীগের (প্রথম পাতার পর)

পরিস্থিতি আরও ঘোলাটে রূপ নিয়েছে। যে কোন মুহূর্তে-এর পাল্টা জবাবে ঝরে পড়তে পারে আরও ক'টি তাজা প্রাণ।

সুদীর্ঘ ৮ বছর ধরে নগর ছাত্রলীগের কোন কমিটি না থাকার জের ধরে নেতা-কর্মী মহলে গ্রুপিংয়ের সূত্রপাত। এ সুযোগে অছাত্রদের নেতৃত্বের ভূমিকায় শক্তির জোরে অবস্থান গ্রহণ অস্ত্রের খেলাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। গ্রুপিং প্রতিটি কলেজ অঙ্গনকে ছাড়িয়ে ওয়ার্ড পর্যায়ে শক্ত ভিত রচনা করেছে। ছাত্রলীগের একাধিক সূত্র স্বীকার করেছে মহানগরীতে ছাত্রলীগের গ্রুপিং এখন ত্রিমুখী। চট্টগ্রাম সরকারী সিটি কলেজ, বঙ্গবন্ধু ল' কলেজ, ইসলামিয়া কলেজ, ফজলুল হাজেরা কলেজ, ব্যারিস্টার সুলতান আহমদ চৌধুরী কলেজ, মোস্তফা হাকিম কলেজ নিয়ে একটি গ্রুপ। এমইএস কলেজ স্বতন্ত্র একটি গ্রুপ এবং সরকারী কমার্স কলেজ, চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ, পলিটেকনিক কলেজ, চট্টগ্রাম আইন কলেজ ও ফতেয়াবাদ কলেজ নিয়ে এক গ্রুপ। এ তিন গ্রুপের অনুসারীরা এখন ওয়ার্ড পর্যায়ে বিভক্ত হয়ে আছে। ফলে নগরীর অলিতে গলিতেও ছাত্রলীগের কোন্দল মারমুখী রূপ নিয়ে আছে।

সূত্র জানায়, গত নির্বাচনপূর্ব সময়ে আওয়ামী লীগের মহানগর, উত্তর, দক্ষিণ জেলা শাখার ৬ নেতাকে ছাত্রলীগের বিরোধ মিটানোর দায়িত্ব দিয়েছিলেন দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা। নেতারা ছাত্রলীগের বিরোধ মিটানো দূরে থাক নিজেরাই ঐকমত্য গড়ে তুলতে পারেনি। যা ভয়ঙ্করী রূপ নিয়ে আছে বর্তমানে ছাত্রলীগ নেতা-কর্মী মহলে। '৯৩ সালে লালদীঘি ময়দানে দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার জনসভায় ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের সশস্ত্র সংঘর্ষের ঘটনার আজও কোন সুরাহ হয়নি। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ছাত্রলীগের অভিভাবক সংগঠন আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ নিজেদের দীর্ঘ সময়ের অন্তর্বিরোধ যেমন মিটাতে ব্যর্থ, তেমনি ছাত্রলীগের গ্রুপিং ঠেকাতেও কোন ভূমিকা রাখছে না। দলের কেন্দ্রীয় হাই-কমান্ড চট্টগ্রামের সার্বিক ব্যাপারে অবহিত হয়ে কেন নীরবতা পালন করে যাচ্ছে তা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। আওয়ামী লীগের চট্টগ্রামের রাজনীতিতে মূলদল ও ছাত্রলীগের এ যুদ্ধংদেহী তৎপরতায় ক্ষতি ও লাভ করা—এর উত্তর সময় যখন বলে দেবে তখন হয়ত করার আর কিছুই থাকবে না।

এদিকে সংশ্লিষ্ট কলেজগুলোতে নেতৃত্বে থেকেও ছাত্রলীগের অন্তর্দ্বন্দ্ব স্বাধীনতা বিরোধী মৌলবাদী ছাত্র সংগঠনগুলোর শক্তিকে মজবুত করছে। যা চট্টগ্রামে ছাত্রলীগের পুরো অস্তিত্বের জন্য হুমকি হয়েও দাঁড়াতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'গ্রুপে সংঘর্ষ

এদিকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা জানান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শনিবার দুপুরে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের সংঘর্ষে ৩ জন গুলিবিদ্ধসহ ১৫ জন ছাত্রলীগ কর্মী আহত হয়েছে। উভয় গ্রুপ প্রায় ২০ রাউন্ড গুলিবর্ষণ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে টান টান উত্তেজনা বিরাজ করছে। যে কোন সময় উভয় গ্রুপের মধ্যে বড় ধরনের রক্তক্ষয়ী ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে। সাম্প্রতিক ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের চরম অন্তর্কোন্দলের ফলে উভয় গ্রুপ শনিবার সকাল থেকে মুখোমুখি সশস্ত্র অবস্থান গ্রহণ করে সংঘর্ষের আশঙ্কায় সকাল থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়। প্রক্টর ও সহ-প্রক্টরগণ সর্বক্ষণিকভাবে সকাল থেকেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। দুপুর ১টায় উভয় গ্রুপ পরস্পর বিরোধী স্লোগান দিয়ে উত্তেজিত অবস্থায় মুখোমুখি অবস্থান নেয়। এ সময় পুলিশ উভয় দলের মাঝে দেয়াল সৃষ্টি করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালায়। ১টা ২০ মিঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের শহর অভিমুখী শাটল ট্রেন ছাড়ার মুহূর্তে একগ্রুপ ট্রেন থেকে গুলিবর্ষণ শুরু করে। তাৎক্ষণিকভাবে অপরগ্রুপ ট্রেন লক্ষ্য করে পাল্টা গুলিবর্ষণ করে। এ সময় উভয় গ্রুপের সশস্ত্র ক্যাডাররা পুলিশের সামনে গুলিবর্ষণ করলে পুলিশ নীরবতা পালন করে। বন্দুকযুদ্ধ চলাকালে ৩ জন ছাত্রলীগ কর্মী গুলিবিদ্ধসহ ১৫ জন আহত হয়। গুলিবিদ্ধরা হলো মোঃ রায়হান (আইন ২য় বর্ষ), মোঃ সাইফুল আলম ও ১ জন অজ্ঞাতনামা। গুলিবিদ্ধ রায়হান ও সাইফুলকে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে হাসপাতাল সূত্র জানায়। সংঘর্ষ চলাকালে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রাণভয়ে দিক্বিদিক পালিয়ে যায়। ট্রেনে অবস্থানরত হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী ট্রেনের দরজা জানালা বন্ধ করে দেয়। কেউ কেউ ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়ে। এ সময় প্রায় ১২ জন ছাত্র আহত হয়। সংঘর্ষের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী আটকা পড়ে যায়।